এনসিপিসহ তিন দলের ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’ আত্মপ্রকাশ

সংগৃহীত ছবি

জুলাই অভ্যুত্থানের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে এনসিপি, এবি পার্টি এবং রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’ নামে নতুন জোট গঠন করেছে। ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জোটের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো ও সংস্কারধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এনসিপি, এবি পার্টি এবং রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন একত্র হয়ে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, যিনি মুখপাত্র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সংস্কারের প্রচেষ্টায় বারবার বাধা এসেছে এবং বিভিন্ন শক্তি পরিবর্তনের উদ্যোগকে ব্যাহত করেছে। এই পরিস্থিতিতে তিন দল সংস্কারের পক্ষে এক মঞ্চে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জানান, এটি শুধুই নির্বাচনী জোট নয়—বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা। আগামীর নির্বাচনে এক প্রতীক নিয়ে লড়ার জন্য আরও কয়েকটি শক্তির সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু বলেন, অভ্যুত্থানের পর জনগণ যে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ হয়নি। সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে নতুন ধারা তৈরির উদ্দেশ্যেই তিন দলের এই যৌথ যাত্রা।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম মনে করেন, পরিবর্তন ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা আরও বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, চব্বিশের অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা কতটা টিকে থাকবে তা নির্ভর করছে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা রূপ পায় তার ওপর। তিন দলের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বড় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।